আল-আনকাবূত | Al-Ankabut | ٱلْعَنْكَبُوت

আয়াতঃ ২৯ : ১২

আরবি মূল আয়াত:

وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ اٰمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَ لنَحمِل خَطٰيٰكُم ؕ وَ
مَا هُم بِحٰمِلِينَ مِن خَطٰيٰهُم مِّن شَىءٍ ؕ اِنَّهُم لَكٰذِبُونَ ﴿١٢﴾

অনুবাদসমূহ:

আর কাফিররা মুমিনদেরকে বলে, ‘তোমরা আমাদের পথ অনুসরণ কর এবং যেন আমরা তোমাদের পাপ বহন করি।’ অথচ তারা তাদের পাপের কিছুই বহন করবে না। নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী। — আল-বায়ান

কাফিররা মু’মিনদেরকে বলে, ‘আমাদের পথ অনুসরণ কর, আমরা তোমাদের পাপের বোঝা বহন করব, মূলতঃ তারা তাদের পাপের কিছুই বহন করবে না, অবশ্যই তারা মিথ্যেবাদী। — তাইসিরুল

কাফিরেরা মু’মিনদেরকে বলেঃ ‘আমাদের পথ অনুসরণ কর, আমরা তোমাদের পাপভার বহন করব।’ কিন্তু তারাতো তাদের পাপভারের কিছুই বহন করবেনা। তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। — মুজিবুর রহমান

And those who disbelieve say to those who believe, "Follow our way, and we will carry your sins." But they will not carry anything of their sins. Indeed, they are liars. — Sahih International

১২. আর কাফিররা মুমিনদেরকে বলে, তোমরা আমাদের পথ অনুসরণ কর তাহলে আমরা তোমাদের পাপভার বহন করব।(১) কিন্তু ওরা তো তাদের পাপভারের কিছুই বহন করবে না। নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী।(২)

(১) কুরাইশ সর্দারদের এ উক্তিটি ছিল সেসব ঈমানদারদের প্রতি যারা তাওহীদ ও আখেরাতের পুরস্কার ও শাস্তিতে বিশ্বাস করত। তারা তাদেরকে তাওহীদের কথা, মৃত্যু পরবর্তী জীবন, হাশর-নশর, হিসেব ও শাস্তি-পুরস্কার সম্পর্কে বলত, এসব কথা একদম বাজে ও উদ্ভট। কিন্তু ধরে নেয়া যাক যদি আখেরাতের কোন জীবন এবং সেখানে জবাবদিহির কোন বিষয় থেকেই থাকে, তাহলে তার দায়ভার আমরা গ্রহণ করছি। আল্লাহর সামনে সমস্ত শাস্তি ও পুরস্কারের বোঝা আমরা মাথা পেতে নেবো। আমাদের কথায় তোমরা এ নতুন দ্বীন ত্যাগ করো এবং নিজেদের পিতৃ পুরুষের দ্বীনের দিকে ফিরে এসো। [দেখুন: মুয়াস্‌সার]

(২) ‘মিথ্যাচার’ মানে তারা যে বলেছিল “তোমরা আমাদের অনুসরণ করো এবং তোমাদের গোনাহগুলো আমরা নিজেদের ওপর চাপিয়ে নেবো।” এটা পুরোপুরি মিথ্যাচার। [দেখুন: মুয়াসসার] কারণ কিয়ামতে একে অপরের বোঝা কখনও বহন করবে না। আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন, “আর কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না;

এবং কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কাউকেও তা বহন করতে ডাকে তবে তার থেকে কিছুই বহন করা হবে না— এমনকি নিকট আত্মীয় হলেও।"। [সূরা ফাতির: ১৮] আরও বলেন, "আর সুহৃদ সুহৃদের খোঁজ নেবে না, তাদেরকে করা হবে এককে অন্যের দৃষ্টিগোচর। অপরাধী সেদিনের শাস্তির বদলে দিতে চাইবে তার সন্তানসন্ততিকে—" [সূরা আল-মা'আরিজ: ১০-১১]

তাফসীরে জাকারিয়া

(১২) অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদেরকে বলে, 'তোমরা আমাদের পথ ধর; আমরা তোমাদের পাপভার বহন করব!'[1] কিন্তু ওরা তো তোমাদের পাপভারের কিছুই বহন করবে না। ওরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।[2]

[1] অর্থাৎ, তোমরাও পূর্ব-পুরুষদের ঐ ধর্মে ফিরে এস, যে ধর্মের আমরা অনুসারী। কারণ, এটিই সত্য ধর্ম। যদি প্রচলিত ধর্ম পালনের জন্য তোমাদের কোন পাপ হয়, তাহলে তার গুরুভার আমরা বহন করব এবং তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমাদের।

[2] মহান আল্লাহ বলেন, ওরা নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদী। কিয়ামতের দিন এমন হবে যে, সেদিন কেউ কারো বোঝা বহন করবে না। এমনকি আত্মীয়রাও এক অপরের বোঝা বইবে না।{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى}(সূরা ফাত্বির ১৮ আয়াত) সেখানে এক বন্ধু অপর বন্ধুর খোঁজ নেবে না। তাদের মধ্যে পৃথিবীতে যতই বন্ধুত্ব থাকুক না কেন।{وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا} এখানেও উক্ত বোঝা বহনের কথা খন্ডন করা হয়েছে।

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

Source — https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=3352

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন